সংবাদ

তারিখ 28 AUG 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ময়মনসিংহ ভেটেরিনারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের ঝুঁকিপূর্ণ ভবন *–সংবাদ*

দেশের প্রথম ভেটেরিনারি ইনস্টি. ঝুঁকিপূর্ণ : আতঙ্কে শিক্ষক-শিক্ষার্থী

শরীফুজ্জামান টিটু, ময়মনসিংহ,

ময়মনসিংহ বিভাগের শিক্ষা নগরী ময়মনসিংহের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেশের প্রথম ভেটেরিনারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (ভিটিআই) এর শিক্ষা কার্যক্রম ঠিক থাকলেও এর অবকাঠামোগত অবস্থা অত্যন্ত জরাজীর্ণ, নাজুক ও মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। ময়মনসিংহে ১৯৬৬ সালে এই প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে আর কোন সংস্কার কাজ হয়নি। প্রশিক্ষণার্থীরা শ্রেণীকক্ষে এবং ছাত্রাবাসে আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ের কর্মীদের আধুনিক প্রযুক্তি ভিত্তিক কারিগরি দক্ষতা ও জ্ঞান বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাণি সম্পদের সেবার মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে দেশে এটিই প্রথম এক বছর মেয়াদি ইনসার্ভিস ট্রেনিং কোর্সের জন্যেই ১৯৬৬ সালে ময়মনসিংহ শহর থেকে প্রায় ৪ কি: মি: পশ্চিমে ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল সড়কের পাশে এই প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরবর্তীতে ২০০৬ সাল থেকে এই অধিদপ্তরের তৃতীয় শ্রেণীর মাঠপর্যায়ের ইনসার্ভিস কর্মচারীদের কারিগরি বোর্ডের আওতাধীন ডিপ্লোমা কোর্সে ২ বছর মেয়াদি ৬ সেমিস্টারে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মান উন্নয়ন করে চাকরি ক্ষেত্রে ২য় গ্রেডে উন্নীত করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে এই ডিপ্লোমা কোর্সের ৮টি ব্যাচের কোর্স সম্পন্ন হয়েছে বর্তমানে আরো দুটি ব্যাচের প্রশিক্ষণ চলছে। এছাড়াও চাকরিতে নতুন যোগদান করা কর্মচারীদের এক বছর, ছয় মাস ও তিন মাস মেয়াদি কোর্সও চলমান রয়েছে এই প্রতিষ্ঠানে। ইনস্টিটিউটে স্থায়ীভাবে কর্মরত কর্মকর্তা বা প্রশিক্ষক রয়েছেন ৯ জন ও কর্মচারী রয়েছে ২৩ জন এছাড়াও সাময়িক সংযুক্তি হিসেবে আরো ৯ জন প্রশিক্ষক রয়েছেন। প্রাকৃতিক মনোরম পরিবেশে গড়া প্রায় ১০ একর জমির ওপর গড়ে উঠা পঞ্চাশ বছরের এই প্রতিষ্ঠানটি প্রশাসনিক ভবন থেকে শুরু করে ছাত্রাবাস, শ্রেণীকক্ষ, কর্মকর্তা-কর্মচারীরর আবাসিক ভবনসহ সব ক'টি ভবনের অবকাঠামো নস্ট হয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে। বিভিন্ন স্থানে সীমানা প্রাচীর ভেঙে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। এছাড়াও ইতোমধ্যে অধ্যক্ষের বাসভবনসহ বেশ ক'টি ভবন পরিত্যক্ত ঘোষনা করা হয়েছে। প্রশিক্ষাণার্থীরা জানালেন, বাসের অযোগ্য ছাত্রাবাসটিতে অত্যন্ত আতঙ্কের মধ্যে বাস করছেন তারা। ডাইনিং ও বিনোদন কক্ষে বৃষ্টি হলেই পানি জমে।একই অবস্থা শ্রেণী কক্ষের। একদিকে প্লাস্টার খোয়ে পরার আতঙ্কে থাকেন শিক্ষার্থীরা অন্যদিকে স্থান সংকুলানের অভাবে গাদাগাদি করে শিক্ষার্থীদের ক্লাস করতে হচ্ছে।

কর্মকর্তা-কর্মচারীরা জানালেন, আবাসিক ভবনগুলোতে বৃষ্টির সময় দেয়াল বেয়ে পানি পরায় লোনায় আক্রান্ত হয়ে প্লাস্টার খোয়ে পড়ছে। দেয়ালে ফাটল থাকার কারনে ভূমিকম্পের ঝুঁকিতেও রয়েছে ভবনগুলো। অন্যদিকে ছাত্রী নিবাস না থাকায় একটি ভাঙাচুরা পরিত্যক্ত ভবনে বাস করে নারী প্রশিক্ষণার্থীরা আতঙ্কের মধ্যে সময় কাটাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষক ডাঃ পারভিন সুলতানা জানালেন, এটি দেশেরএকটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান, এখান থেকে এর আগে প্রচুর শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশের প্রাণী সম্পদের উন্নয়নে কাজ করছে।

তাই দেশের কল্যাণে এই প্রতিষ্ঠানটির অবকাঠোমো সহ প্রযুক্তিগত উন্নয়ন প্রয়োজন। প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও পরিচালকবৃন্দ এই ইনস্টিটিউটের নাজুক অবস্থা দেখতে একাধিকবার পরিদর্শন করে গেলেও এ যাবৎ এর কোন প্রতিকার হয়নি।

৬০ বছরেও সংস্কারের ছোঁয়া লাগেনি

বেশ কয়েকবার পর্যায়ক্রমে এই প্রতিষ্ঠানের সংস্কারের জন্যে কর্তৃপক্ষের কাছে লেখালেখি করা হলেও কোন কাজ হয়নি।

তবে অধিদপ্তরে প্রশিক্ষণ ও গবেষনা পরিচালক ইনস্টিটিউটের ৫০ বছরের একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে প্রকল্প প্রস্তাবের নির্দেশনা দিয়েছেন বলে জানালেন প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষমোঃ সাহাব উদ্দিন । তবে এই ধরনের দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়। ততদিনে এই প্রতিষ্ঠানটির অবস্থা আরো বেহাল দশায় পরিণত হবে। দীর্ঘ দিনের এই পুরনো প্রতিষ্ঠানটি দেশের প্রাণী সম্পদের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। কিন্তু সংস্কার কাজ না হলে স্বল্প সময়েই এর অবকাঠামো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে। অচিরেই এটির সংস্কার করে একটি আধুনিক ও যোগোপযোগী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হবে এমনটিই আশা করছেন স্থানীয়রা।